ভাঙার গান

কাজি নজরুল ইসলাম

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট :: কলিকাতা ১২

মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে

প্র কা শ কে র ক থা

'ভাঙার গান' প্রথম সংস্করণ সে-যুগে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকারের রোষে পড়ে। তার ফলে দীর্ঘদিন তার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ ছিল। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলি তাই অনেকেরই হাতে গিয়ে পৌছায়নি। আমরা সাগ্রহে তাই তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতা সম্বন্ধে নতুন ক'রে আমাদের আর পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই।

ভাঙার গান

(গান)

(১)

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী !
ওরে ও তরুণ ঈশান !
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ !
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি' !

(২)

গাজনের বাজ্‌না বাজা !
কে মালিক ? কে সে রাজা ?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?
হাহাহা পায় যে হাসি,
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি ?
সর্ব্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

(৩)

ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদ গুলা
জোর্‌সে ধ'রে হেঁচকা টানে !
মার্ হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন্ পানে !

(৪)

নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি' !
লাথি মার্, ভাঙ্‌রে তালা !
যত সব বন্দী-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি' !

জাগরণী

(গান)

কোরাস্ ঃ—

ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো,
জাগো রে ! জাগো রে !!

ভাঙার গান

(১)

মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য়
কোটি বীরসুত ঐ হের ধায়
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে—
কার টানে ?
দ্বার খোলো দ্বার খোলো !
একবার ভুলে ফিরিয়া চাও !

কোরাস্ ঃ—ভিক্ষা দাও ....

(২)

জননী আমার ফিরিয়া চাও !
ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও !
চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মা গো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !
পুরুষ-সিংহ জাগো রে !
সত্যমানব জাগো রে !
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও
সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও !

কোরাস্ ঃ—ভিক্ষা দাও ....

(৩)

লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত
জেনেছে সত্য-হত্যা সার !
অত্যাচার ! অত্যাচার !!

ত্রিশ কোটি নর-আত্মার যারা অপমান হেলা
করেছে রে
শৃঙ্খল গলে দিয়েছে মা'র—
সেই আজ ভগবান তোমার !
অত্যাচার ! অত্যাচার !!
ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি নাই কি লাজ—
নাই কি আত্মসম্মান ওরে, নাই জাগ্রত
ভগবান্ কিরে
আমাদেরো এই বক্ষমাঝ ?
অপমান বড় অপমান ভাই
মিথ্যার যদি মহিমা গাও !
কোরাস্ ঃ—ভিক্ষা দাও ....

(৪)

আল্লায় ওরে হক্‌তা'লায়
পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়,
আজাদ মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা
করেছে দাস—
সেই আজ ভগবান তোমার !
সে'ই আজ ভগবান তোমার !
সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
ছি-ছি নির্জ্জীব পুরবাসী আর খুলো না দ্বার !
জননী গো ! জননী গো !
কার তরে জ্বাল উৎসব-দীপ ?
দীপ নেবাও ! দীপ নেবাও !!
মঙ্গল-ঘট ভেঙে ফেল,
সব গেল মা গো সব গেল !

অন্ধকার ! অন্ধকার !
ঢাকুক এ মুখ অন্ধকার !
দীপ নেবাও ! দীপ নেবাও !

কোরাস ঃ—ভিক্ষা দাও ....

(৫)

ছিছিছিছি
একি দেখি
গাহিস তাদেরি বন্দনা-গান,
দাস সম নিস্ হাত পেতে দান !
ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি ওরে তরুণ ওরে অরুণ !
নরস্যুত তুমি, দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন
মুছিয়া দাও !
ভাঙিয়া দাও, এ-কারা এ-বেড়ী ভাঙিয়া দাও !

কোরাস্ ঃ—ভিক্ষা দাও ....

(৬)

পরাধীন ব'লে নাই তোমাদের
সত্য তেজের নিষ্ঠা কি ?
অপমান স'য়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি !
মরি লাজে, লাজে মরি
এক হাতে তোরে 'পয়জার' মারে
আর হাতে ক্ষীর সর ধরি' !

অপমান সে যে অপমান !
জাগো জাগো ওরে হতমান !
কেটে ফেল লোভী লুব্ধ রসনা,
আঁধারে এ হীন মুখ লুকাও !

কোরাস্ :—ভিক্ষা দাও ....

(৭)

ঘরের বাহির হ'য়ো না আর,
ঝেড়ে ফেল হীন বোঝার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখ ঢাকুক
লজ্জা অন্ধকার !
পরিহাস ভাই পরিহাস সে যে,
পরাজিতে দিতে মনোব্যথা—যদি
জয়ী আসে রাজ-রাজ সেজে !
পরিহাস এ যে নির্দ্দয় পরিহাস !
ওরে কোথা যাস্
বল্ কোথা যাস্ ছি ছি
পরিয়া ভীরুর দীন বাস ?
অপমান এত সহিবার আগে
হে ক্লীব হে জড় মরিয়া যাও !

কোরাস্ :—ভিক্ষা দাও ....

(৮)

পুরুষ-সিংহ জাগো রে !
নির্ভীক বীর জাগো রে !
দীপ জ্বালি' কেন আপনারি হীন কালো অন্তর
কালামুখ হেন হেসে দেখাও !

ভাঙার গান

নির্লজ্জ রে ফিরিয়া চাও !
আপনার পানে ফিরিয়া চাও !
অন্ধকার ! অন্ধকার !
নিশ্বাস আজি বন্ধ মা'র
অপমানে নির্ম্মম লাজে,
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে,—
দীপ নেবাও ! দীপ নেবাও !
আপনার পানে ফিরিয়া চাও

কোরাস্ ঃ—ভিক্ষা দাও ·········

★
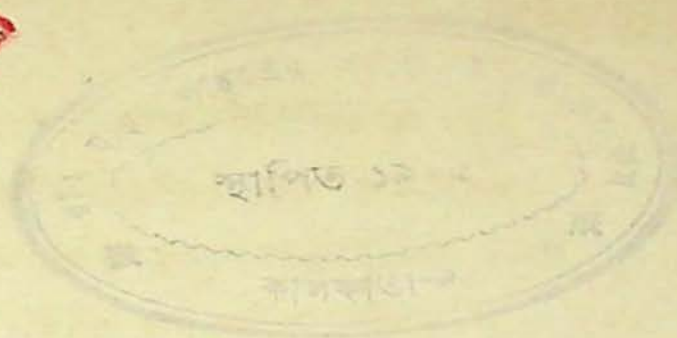
মিলন গান

(গান)

ভাই হ'য়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান !
(সেদিন) দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥
(তোরা) স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর পাস্‌ রে মান ।
(তাই) কল্‌'জে চু'ঁয়ে গল্‌ছে রক্ত দল্‌ছে পায়ে ডল্‌ছে কান ॥
(যত) মাদী তোরা বাঁদী-বাচ্চা দাস-মহলের খাস গোলাম ।
(হায়) মাকে খুঁজিস্‌ ? চাকরানী সে, জেলখানাতে ভান্‌ছে ধান ॥
(মা'র) বন্ধ ঘরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'ল দুই নয়ান ।
(তোরা) শুন্‌তে পেয়েও শুন্‌লি নে তা' মাতৃহন্তা কুসন্তান ॥

ভাঙার গান

(ওরে) তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু-ডাকাত লুঠছে ধান !
(তাই) গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান ॥
(ছিলি) সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসাযুদ্ধে আজকে এমনি ক্ষিন্নপ্রাণ ।
(তোদের) মুখের গ্রাস ঐ গিল্‌ছে শিয়াল তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ ॥
(তোরা) কলুর বলদ টানিস্ ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জ্ঞান ।
(শুধু) প'ড়ছ কেতাব, নিচ্ছ খেতাব, নিমক-হারাম বে-ইমান ॥
(তোরা) বাঁদর ডেকে মান্‌লি সালিশ ভাইকে দিতে ফাট্‌ল প্রাণ !
(এখন) সালিশ নিজেই 'খা ডালা সব' বোকা তোদের এই দেখান॥
(তোরা) পেটের-কুকুর দু'কান-কাটা মান অপমান নাইকো জ্ঞান ।
(তাই) যে জুতোতে মার্‌ছে গুঁতো করছো তাতেই তৈল দান ॥
(তোরা) নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান ।
(তোদের) কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান ॥
(শুনি) আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ।
(তাই) তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান ॥
(তোদের) হাড় খেয়েছে, মাস খেয়েছে (এখন) চামড়াতে দেয় হেঁচকা টান।
(আজ) বিশ্ব ভুবন ডুকরে ওঠে দেখে তোদের অসম্মান ॥
(আজ) সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান ।
(তোরা) বিশ্বে যে তাঁর রাখিস্ নে ঠাঁই কাণা গরুর ভিন্ বাথান॥
(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান ।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ী-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান ।
(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ॥
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লাল নিশান॥

*

পূর্ণ-অভিনন্দন

(গান)*

এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র ! এস পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ !
ভেদ করি' পুনঃ বন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ !
এস অনাগত নব-প্রলয়ের মহাসেনাপতি মহামহিম !
এস অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

ছয়বার জয় করি কারা-ব্যূহ রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ !
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের-মুক্ত-বাঁধ ।

---

* মাদারীপুর শান্তি-সেনা-বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে রচিত ।

ভাঙার গান

নবগ্রহ ছিঁড়ি ফণী-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী !
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলী !
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার ! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি !
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমার ধ্বংস-মার
এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার !
এস অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারী !
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এস প্রতাপের হারা-তরবারি !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ !
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ ।
জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি' মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিত ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচোল,
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা "কইরে আমার দুলাল কই ?"
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

মোছ আঁখি-জল, এস বীর ! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া হায় !
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

এস বীর ! এস যুগ-সেনাপতি ! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্গারে গিরি অগ্নি-ধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দীর আঁখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারীর।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়্গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙালা মায়ের বুকের মাণিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর।

ঝোড়ো গান

(কীর্ত্তন)

(আমি) চাইনে হ'তে ভ্যাবাগঙ্গারাম
ও দাদা শ্যাম !
তাই গান গাই আর যাই নেচে যাই
ঝম্‌ঝমাঝম্‌ অবিশ্রাম ॥
আমি সাইক্লোন্‌ আর তুফান
আমি দামোদরের বান
খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্দ্ধমান ।
আর শিব-ঠাকুরকে কাঠি ক'রে বাজাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ড্রাম ॥

*

মোহান্তের মোহ-অন্তের গান

(গান)

জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবালো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাঙলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী॥
তোরা হত্যা দিতিস্ যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপ্‌নি আসি'।
জাগো বঙ্গবাসী॥
মোহের যার নাইক অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা বোনে সর্ব্বস্বান্ত কর্‌ছে বেদী-মূলে।

তোদেরে পূজার প্রসাদ ব'লে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গু'লে।
তোরা   তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস পাপ ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

পুণ্যের ব্যবসাদারী
চালায় সব এই ব্যাপারী,
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায়   ছাই মেখে যে ভিখারী শিব বেড়ান ভিক্ষা ক'রে—
ওরে   তাঁর পূজারী দিনের দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী॥

এইসব ধর্ম্ম-ঘাগী
দেবতায় কর্‌ছে দাগী,
মুখে কয় সর্ব্বত্যাগী ভোগ-নরকে ব'সে।
সে যে   পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে প'শে।
আর   ভক্ত তোরা পূজিস্ তারেই, যোগাস্ খোরাক সেবা-দাসী!
জাগো বঙ্গবাসী॥

দিয়ে নিজ রক্ত-বিন্দু
ভরালি পাপের সিন্ধু—
ডুব্‌লি তায় ডুব্‌লি হিন্দু ডুবালি দেব্‌তারে।
ছাখ্   ভোগের বিষ্ঠা পুড়্‌ছে তোদের বেদীর ধূপাধারে।
পূজারীর   কমণ্ডলুর গঙ্গা-জলে মদের ফেনা উঠ্‌ছে ভাসি'।
জাগো বঙ্গবাসী॥

দিতে যায় পূজা আরতি
সতীত্ব হারায় সতী,
পুণ্য-খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে,
তার ভোগ-মহলের জ্বল্‌ছে প্রদীপ তোদের পুণ্য-ঘিয়ে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামীতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥

তোরা সব ভক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি !
বেরালকে বাছ্‌তে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।
তোরা পূজারীকে করিস্‌ পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে।
মার্‌ অসুর শোধ্‌রা সে ভুল আদেশ দেন্‌ মা সর্ব্বনাশী।
"জয় তারকেশ্বর" ব'লে পরবি রে নয় গলায় ফাঁসি।
জাগো বঙ্গবাসী ॥

•
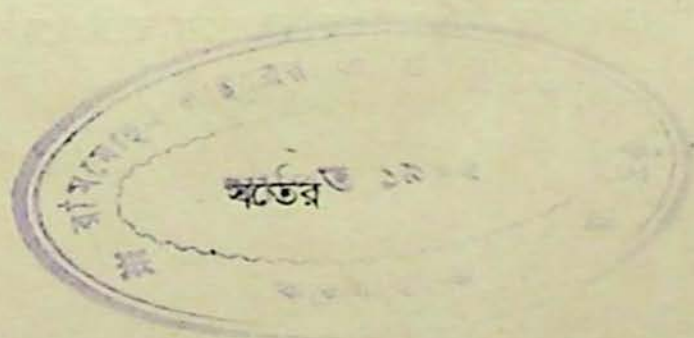
আশু-প্রয়াণ গীতি

কোরাস্ ঃ

বাঙলার'শের' বাঙলার শির
বাঙলার বাণী বাঙলার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥

বাঙলার ঋষি বাঙলার জ্ঞান বঙ্গবাণীর শ্বেতকমল
শ্যাম বাঙলার বিদ্যা-গঙ্গা অবিদ্যা-নাশী তীর্থ-জল
মহামহিমার বিরাট পুরুষ শক্তি-ইন্দ্র তেজ-তপন—
রক্ত-উদয় হেরিতে সহসা হেরিনু সে রবি মেঘ-মগন ।

কোরাস্‌ ঃ বাঙলার 'শের' বাঙলার শির
বাঙলার বাণী বাঙলার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহ-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥

মদ-গর্ব্বীর গর্ব্ব-খর্ব্ব বল-দর্পীর দর্প-নাশ
শ্বেত-ভীতুদের শ্যাম বরাভয় রক্তাসুরের কৃষ্ণ ত্রাস।
নব ভারতের নব আশা-রবি প্রাচী'র উদার অভ্যুদয়
হেরিতে হেরিতে হেরিনু সহসা বিদায়-গোধূলি গগনময়।

কোরাস্‌ ঃ বাঙলার 'শের' বাঙলার শির
বাঙ্‌লার বাণী বাঙ্‌লার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান্‌।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥

পড়িল ধসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয়-শির স্বর্গচূড়
গিরি কাঞ্চন-জঙ্ঘা গিরিল—বাঙ্‌লার যবে দিনদুপুর।
শক্তি-হাঙর শোষিছে রক্ত, মৃত্যু শোষিছে সাগর-প্রাণ,
পরাধীনা মা'র স্বাধীন সুতের মেদ-ধূমে কালো দেশ-শ্মশান।

কোরাস্‌ ঃ বাঙ্‌লার 'শের' বাঙ্‌লার শির
বাঙ্‌লার বাণী বাঙ্‌লার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান্‌।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥
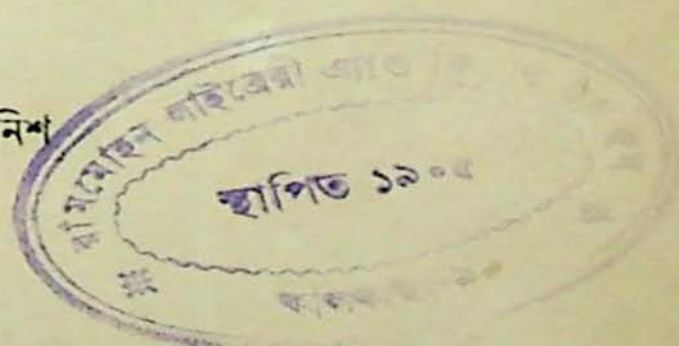
ভাঙার গান

অরাজক মারী মড়াকান্নায় দেশ-জননীর বদ্ধ শ্বাস,
হে দেব-আত্মা ! স্বর্গ হইতে দাও কল্যাণ, দাও আভাস
কেমন করিয়া মৃত্যু মথিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় মানব ।
শব হয়ে গেছ, শিব হয়ে এসো দেবকী-কারার নীল কেশব ।

কোরাস্ ঃ বাঙলার 'শের' বাঙলার শির
বাঙ্‌লার বাণী বাঙ্‌লার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান ।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥

দুঃশাসনের রক্ত-পান

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির !
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই !
দুঃশাসনের রক্ত চাই !!

অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন,

হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি'
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর
কর্ আ-কণ্ঠ পান রুধির।
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্ব্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।
মা বোনেদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
বুক ফেটে চোখে জল আসে,
তারে ক্ষমা করা ? ভীরুতা সে !
হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামী ভালবাসাবাসি !
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই !
মারি লাথি তার মড়া মুখে
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।

নহি মোরা ভীরু সংসারী
বাঁধি না আমরা ঘরবাড়ী।
দিয়াছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।
যাহাদের তরে মোরা চাঁড়াল
তাহারাই আজি পাড়িছে গা'ল !
তাহাদের তরে সন্ধ্যা-দীপ,
আমাদের আন্দামান দ্বীপ !

তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক,
আমাদের তরে ভীম চাবুক।
তাহাদের ভালোবাসাবাসি,
আমাদের তরে নীল ফাঁসি।
বরিছে তাদের বাজিয়া শাঁখ,
মোদের মরণে নিনাদে ঢাক।
জীবনের ভোগ শুধু ওদের,
তরুণ বয়সে মরা মোদের।
কার তরে ওরে কার তরে
সৈনিক মোরা পচি ম'রে ?
কার তরে পশু সেজেছি আজ,
অকাতরে বুক পেতে নি' বাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কেন যে নাই
আমাদের, তাহা কে বোঝে ভাই ?
কেন বিদ্রোহী সব-কিছুর ?
সব মায়া কেন করেছি দূর ?
কারে ক'স মন সে ব্যথা তোর ?
যার তরে চুরি সে বলে চোর।
যার তরে মাখি গায়ে কাদা,
সেই হয় এসে পথে বাধা !

ভয় নাই গৃহী ! ক'রো না ভয়,
সুখ আমাদের লক্ষ্য নয়।
বিরূপাক্ষ যে মোরা ধাতার,
আমাদের তরে ক্লেশ-পাথার।
কাড়ি না তোদের অন্ন-গ্রাস,
তোমাদের ঘরে হানি না ত্রাস,

জালিমের মোরা ফেলাই লাশ,
রাজা-রাজড়ার সর্ব্বনাশ !
ধর্ম্ম-চিন্তা মোদের নয়,
আমাদের নাই মৃত্যু-ভয় !
মৃত্যুকে ভয় করে যারা
ধর্ম্মধ্বজ হোক তারা ।
শুধু মানবের শুভ লাগি
সৈনিক যত দুখভাগী ।
ধার্ম্মিক ! দোষ নিয়ো না তার,
কোর্‌বানীর[১] সে নয় রোজার[২] !
তোমাদের তরে মুক্ত দেশ,
মোদের প্রাপ্য তোদের শ্লেষ ।
জানি জানি ঐ রণাঙ্গন
হবে যবে মোর মৃৎ-কাফন[৩]
ফেলিবে কি ছোট একটি শ্বাস ?
তিক্ত হবে কি মুখের গ্রাস ?
কিছুকাল পরে হাড্ডি মোর
পিষে যাবি ভাই জুতিতে তোর !
এই যারা আজ ধর্ম্মহীন
চিনে শুধু খুন আর সঙীন
তাহাদেরে মনে পড়িবে কার
ঘরে পরে যারা খেয়েছে মার ?
ঘরে বসে নিস স্বর্গ-লোক,
মেরে মরে—তারে দিস দোজখ[৪] !

[১] কোরবানী—বলী। [২] রোজা—উপবাস। [৩] মৃৎ-কাফন—লাশ যেখানে থাকে। [৪] দোজখ—নরক।

ভয়ে-ভীরু ওরে ধর্ম্মবীর !
আমরা হিংস্র চাই রুধির !
শয়তান মোরা ? আচ্ছা, তাই।
আমাদের পথে এসো না ভাই।
মোদের রক্ত-রুধির-রথ,
মোদের জাহান্নমের পথ
ছেড়ে দাও ভাই জ্ঞান-প্রবীণ,
আমরা কাফের ধর্ম্মহীন !
এর চেয়ে বেশী কি দেবে গা'ল ?
আমরা পিশাচ খুন-মাতাল।
চালাও তোমার ধর্ম্ম-রথ,
মোদের কাঁটার রক্ত-পথ।
আমরা বলিব সর্ব্ব ই—
দুঃশাসনের রক্ত চাই !
দুঃশাসনের রক্ত চাই।!

চাই না ধর্ম্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে ; শুধু হালাল[১]
দুশমন খুন্ লাল্-সে-লাল ॥

———

[১] হালাল—পবিত্র।

ল্যাবেণ্ডিশ-বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত

কোরাস্ ঃ কে বলে মোদেরে ল্যাডাগ্যাপ্‌চার ? আমরা সিভিল গাড়
অরাজক এই ভারত-মাঠে হে আমরা উদ্‌মো ষাঁড় ॥

মোরা লাঙল গোয়াল দড়াদড়ি-ছাড়া,
বড় সুখে তাই দিই শিং-নাড়া,
অসহ-যোগীও করিবে না তাড়া রে—

ওরে ভয় নাই, ওরা বৈষ্ণব বাঘ, খাবে না মোদের হাড় !
চল ব্যাং-বীর, বল ঠ্যাং নেড়ে জোর, ছেডেডে ডেডেং হার্‌র্ !

কোরাস্ ঃ কে বলে ইত্যাদি—

† কলকাতার এক জাতীয় সিপাই

মোরা গলদ্‌ঘর্ম্ম যদিও গলিয়া,
বড় বেজুত্‌ ক'রেছে লেজুড় ডলিয়া,
তবু গলদ ক'রো না বলদ বলিয়া হে,
মোরা বড় দরকারী সরকারী গরু, তরকারী নহি তা'র !
তবে গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পগার পার !

কোরাস্‌ ঃ কে বলে ইত্যাদি—

আজ গোবরগণেশ গোবরমন্ত
ল্যাজে ও গোবরে খিঁচেন দন্ত,
তবু করুণার নাহিক অন্ত হে,
যত মামাদের কড়ি ধামা-ধরে দিয়া আমাদেরি ভাঙে ঘাড় !
আর বাবাদেরে বেঁধে ঠ্যাঙাতে মোরাই কেটে দি' বাঁশের ঝাড় ।

কোরাস্‌ ঃ কে বলে ইত্যাদি—

হ'য়ে ইভিলের গুরু ডেভিল পশুর—
সিভিল-বাহিনী, কি এত কসুর
ক'রেছি মাইরি ? বলতো শ্বশুর হে !
ঐ রাঙামুখে বাবা অন্ন দি' তুলি নিজে খাই জোলো মাড়,
তবু সেলাম ঠুকিতে ম'লাম বাবা গো বক্র মাজা ও ঘাড় !

কোরাস্‌ ঃ কে বলে ইত্যাদি—

বহে কালাতে ধলাতে গঙ্গা-যমুনা,
আমরা তাহারি দিব্যি নমুনা,
এ-রীতি পিরীতি বুঝিবে কভু না হে,
তাই কালামুখ প্রেমে আলা করি হাঁকি—'তাড়্‌রে নেটিভ্‌ তাড়
তবে কোপন-স্বভাব দেখিলে অমনি গোপন খাম্বা-আড় !
কোরাস্‌ ঃ কে বলে ইত্যাদি—

এবে কাঁপিবে মেদিনী শত উৎপাতে
চিৎপটাং সে কত 'ফুট্‌পাথে'
হবে আমাদেরি ভীম কোঁৎকাতে হে !
তবে পরোয়া কি দাদা ? ক্যাক্‌ড়ার সম নিস্‌পিস্‌ নাড় দাড়,
যদি নিশ্চল হাতে পিস্তল কাঁপে তবু গোঁফে দাও চাড় !

কোরাস্‌ : কে বলে ইত্যাদি

বাবা ! যদিও এ দেহ ঝুনো ঠন্‌ঠন্‌
তবু লোকে ভাবে ঠুঁটো পল্টন !
আরে ঘোড়া নাই ? বাস্‌, পায়ে হণ্টন হে !
বাজে করতাল—আজ হরতাল ! ডাকে আত্মা যে খাঁচা ছাড়্‌ !
ওরে "ওয়ান্‌পেস্‌ স্টেপ্‌ ফর্‌ওয়ার্ড মার্চ, থুড়ি থুড়ি ব্যাক্‌ওয়ার্ড্‌।"
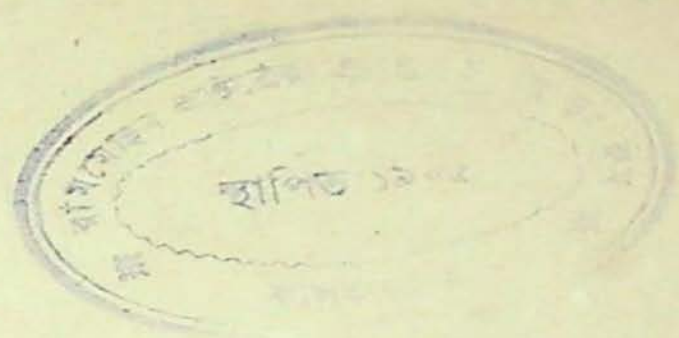
সুপার (জেলের) বন্দনা

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল-প্রণয়-ডোরে।
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

★ হুগলিজেলে কারারুদ্ধ থাকা কালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের
পার দিয়ে পরখ ক'রে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্ত্তিমান "জুলুম"
ড়--কর্ত্তাকে দেখে এই গান গেয়ে আমরা অভিনন্দন করতাম।

ভাঙার গান

আ-কাঁড়া চালের অন্ন লবণ
করেছ আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লাপ্‌সী শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা স-গুষ্টি
লণ্ড-ছোলা দেহ ধবল-কুষ্টি
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
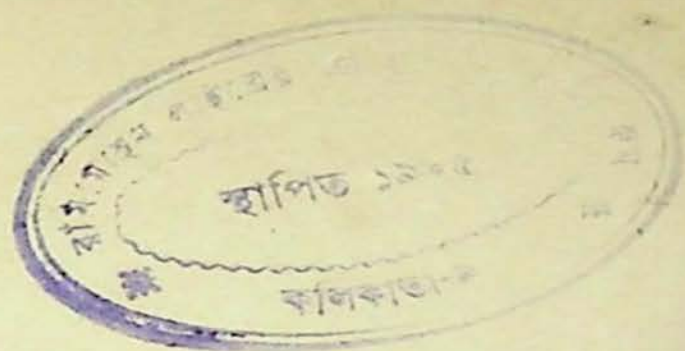
শহিদী-ঈদ

(১)

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন-লোহিত তাজ
আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ্ :
জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে
আল্লার রাহে তাহারে দে,
চাহি না ফাঁকির মণিমাণিক।

(২)

চাহিনাক গাভী দুম্বা উট
কতটুকু দাম ? ও দান ঝুট !
চাই কোরবানী, চাই না দান !
রাখিতে ইজ্জত্ ইস্‌লামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের !
দেবে কি ? কে আছ মুসল্‌মান ?

(৩)

ওরে ফাঁকিবাজ ফেরেব-বাজ
আপনারে আর দিস্‌নে লাজ,—
গরু ঘুস দিয়ে চাস্ সওয়াব ?
যদিই রে তুই গরুর সাথ
পায় হয়ে যাস পুলুসেরাত,
কি দিবি মোহাম্মদে (দঃ) জওয়াব !

(৪)

শুধাবেন যবে—ওরে কাফের,
কি করেছ তুমি ইস্‌লামের ?
ইস্‌লামে দিয়ে জাহান্নম
আপনি এসেছ বেহেশ্‌ত্'পর—
পুণ্য-পিশাচ ! স্বার্থপর !
দেখাস্‌নে মুখ লাগে শরম !

(৫)

গরুরে করিলে সেরাত পার,
সন্তানে দিলে নরক-নার !
মায়া-দোষে ছেলে গেল দোজখ।
কোরবানী দিলি গরু ছাগল,
তাদেরই জীবন হল সফল
পেয়েছে তাহারা বেহেশ্‌ত্‌-লোক !

(৬)

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুস্‌লিম নহে, ভণ্ড সে !
ইস্‌লাম বলে—বাঁচ সবাই !
দাও কোরবানী জান ও মাল,
বেহেশ্‌ত তোমার কর হালাল।
স্বার্থপরের বেহেশ্‌ত্‌ নাই।

(৭)

ইস্‌লামে তুমি দিয়ে কবর
মুস্‌লিম ব'লে কর ফখর !
মোনাফেক তুমি সেরা বে-দীন !
ইস্‌লামে যারা করে জবেহ্‌,
তুমি তাহাদেরি হও তাবে !
তুমি জুতো-বওয়া তারি অধীন !

(৮)

নামাজ রোজার শুধু ভড়ং,
ইয়া উয়া প'রে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর একছিদাম !
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়,
ত্যাগের বেলাতে জড়সড় !
তোর নামাজের কি আছে দাম ?

(৯)

খেয়ে খেয়ে গোশ্‌ত্‌ রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসী বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানী ।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দীন,
দাস ইস্‌লাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই !

(১০)

বাঁচায়ে আপনা ছেলে মেয়ে
জান্নাৎ পানে আছ চেয়ে
ভাবিছ সেরাত হবেই পার ।
কেননা, দিয়েছ সাত জনের
তরে এক গরু ! আর কি, ঢের !
সাতটি টাকায় গোনাহ্‌ কাবার ।

(১১)

জান না কি তুমি, রে বেইমান,
আল্লা সর্ব্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সব কিছু ?
জাব্বাজোব্বা দিয়ে ধোঁকা
দিবি আল্লারে, ওরে বোকা !
কেয়ামতে হবে মাথা নীচু !

(১২)

ডুবে ইস্‌লাম, আসে আঁধার !
ইব্‌রাহিমের মত আবার
কোরবানী দাও প্রেয় বিভব !
"জবীহুল্লাহ্‌" ছেলেরা হোক,
যাক সব কিছু—সত্য রোক !
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।

(১৩)

খা'বে দেখেছিলেন ইব্‌রাহিম—
"দাও কোরবানী মহামহিম !"
তোরা যে দেখিস্‌ দিবালোকে
কি যে দুর্গতি ইস্‌লামের !
পরীক্ষা নেন খোদা তোদের
হবিবের সাথে বাজি রেখে !

(১৪)

যত দিন তোরা নিজেরা মেষ,
ভীরু দুর্ব্বল, অধীন দেশ,—
আল্লার রাহে ততটা দিন
দিওনাক পশু কোরবানী,
বিফল হবে রে সব খানি !
(তুই) পশু চেয়ে যে রে অধম হীন !

(১৫)

মনের পশুরে কর্ জবাই
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই ।
কশাই-এর আবার কোরবানী !—
আমাদের নয় তাদের ঈদ,
বীর-সুত যারা হল শহীদ,
অমর যাদের বীরবাণী ।

(১৬)

পশু কোরবানী দিস তখন
আজাদ মুক্ত হবি যখন
জুলুম-মুক্ত হবে রে দীন ।—
কোরবানীর আজ এই যে খুন
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,
জালিমের যেন রাখে না চিন্ ॥
আমিন্ রাব্বিল আলমিন !!
আমিন রাব্বিল আ-লমিন

★